দৈনিক বাংলা

তারিখ ...14. MAY_1995 ... ..
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১...

03

ব্যাংক-ভাতা ও বৃত্তির টাকা

শিক্ষা মন্ত্রণালয় বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হয়েছে।

জানা গেছে, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভাতা বন্টন নিয়ে নতুন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে শিক্ষকদের থানা শিক্ষা অফিসারের কাছ থেকে ভাতা নিতে হত এরপর থেকে এ ভাতা সংগ্রহ করতে হবে নির্দিষ্ট ব্যাংক থেকে। সরকারী ঘোষণায় সে ব্যাংকের নামও দিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষককে নির্দিষ্ট ব্যাংকে নিজের নামে একাউন্ট খুলতে হবে। ঐ ব্যাংক থেকে তার ভাতা বন্টন করা হয়েছে। ঘোষণার আরও বলা হয়েছে, ঘোষণায় বর্ণিত নির্দিষ্ট এলাকায় ব্যাংক না থাকলে সোনালী ব্যাংকে তাদের একাউন্ট খুলে ভাতা সংগ্রহ করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্ত সঠিক এবং একান্তই সময়োপযোগী। থানা শিক্ষা অফিসারের কাছ থেকে বেতন-ভাতা পাওয়ার চেষ্টার অন্য নাম ভোগান্তি।

একটি ভিন্ন সমস্যা আছে এ ব্যাংক থেকে টাকা বিতরণের ব্যাপারে। সমস্যাটি হচ্ছে ছাত্রী উপবৃত্তি নিয়ে। বেশ কয়েক মাস যাবৎ সপ্তম, নবম এবং দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। এ বৃত্তিও ছাত্রীদের থানা সদরে গিয়ে ব্যাংক থেকে নিয়ে আসার কথা। লক্ষ্য করা গেছে, সকল থানা সদরে সকল ব্যাংকের শাখা নেই। ফলে অনেক এলাকার ছাত্রীদের জেলা সদরে গিয়ে বৃত্তির টাকা সংগ্রহ করতে হচ্ছে বা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট তারিখে থানা সদরে এসে টাকা বিতরণ করছেন। ফলে দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্রীদের নির্দিষ্ট দিনে থানা সদরে আসতে হচ্ছে। নির্দিষ্ট দিনে হাজির হতে না পারলে বৃত্তির টাকা নিয়ে গোলমাল হচ্ছে। এ নিয়ে দীর্ঘদিন কথাবার্তা হচ্ছে। মনে হয় বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মত এর একটি সমাধান করা যায়। অর্থাৎ যে সকল এলাকায় নির্দিষ্ট ব্যাংকটি নেই সে সকল এলাকায় সোনালী ব্যাংককেই এ দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।